আত্মহত্যা না শাহাদাতবরণ?

ইমাম আনোয়ার আল আওলাক্বি (রহ)

আত্মহত্যা না শাহাদাতবরণ? – ইমাম আনোয়ার আল আওলাক্বি (রহ)

২২ জানুয়ারি ২০০৯

ইমাম আনোয়ারের ব্লগ হতে

আত্মঘাতী হামলা বৈধ না অবৈধ- এই বিতর্কে যারা এই ধরনের জিহাদের বিপক্ষে; তাদের প্রধান যুক্তি হল, যেহেতু এক্ষেত্রে একজন মুজাহিদ নিজেই তার মৃত্যু ঘটায়, শত্রুর হামলায় নয়-কাজেই এটা আত্মহত্যা।

"আল কামেল" গ্রন্থে ইবনে কাসির (রহ) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, যা ঘটেছিল সালাউদ্দিন আইয়ুবি (রহঃ) কর্তৃক "একর" অবরোধের সময়। যদিও তিনি তার নিজস্ব কোন মতামত দেওয়া ছাড়াই ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন, এই যুদ্ধে সালাউদ্দিনের (রহঃ) লোকবলের দরকার হওয়ায় তিনি বৈরুত হতে সৈন্য পরিবহনের জন্যে একটি জাহাজ চান। চাহিদা অনুযায়ী বেশ বড় একটি জাহাজ পাঠানো হয় যাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ সাতশত যোদ্ধা ছিল। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড জাহাজটির পথ রোধ করতে সক্ষম হন আর আল্লাহ সুবহানাওয়া তাআলার ইচ্ছায় এরকম সংকটময় মুহূর্তে বাতাসও বন্ধ হয়ে যায়, চল্লিশটি রণতরী মুসলিমদের জাহাজ ঘিরে ধরে। তারপরেও এই বিরাট বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমরা যুদ্ধ করতে থাকে। তারা সফলভাবে রিচার্ডের অনেক সৈন্যকে হত্যা করলেও প্রতিপক্ষের আক্রমণ ছিলো প্রবল। মুসলিম সেনাপতি যখন দেখলেন, শত্রুরা জয়ী হয়ে যাচ্ছে, তিনি দৃপ্ত ঘোষণা দিলেন, আমরা সম্মান জনকভাবে মৃত্যু বরণ করবো, শত্রুকে আমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে দেব না। তিনি চাননি যে তাদেরকে বন্দী করা হোক বা তাদের অস্ত্রশস্ত্র শত্রুদের হাতে পড়ুক। অতঃপর তিনি জাহাজের নিচে নেমে জাহাজ ছিদ্র করে দিলেন। সাত শত মুসলিম যোদ্ধার পুরো দলটির সলিল সমাধি হল।

আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন, তাদের মতে এই জাহাজ ভেঙ্গে মৃত্যু ডেকে আনাটা সুস্পষ্ট আত্মহত্যা কারন এর মধ্য দিয়ে মুসলিমরা শুধু যে নিজেদের হত্যা করেছে তা-ই নয়, তা করতে গিয়ে শত্রুর কোন ক্ষতিও করা যায় নি। শুধুমাত্র বন্দিদশা এড়ানো এবং শত্রুপক্ষ যেন অস্ত্রশস্ত্র দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়েছে জাহাজটিকে ডুবানোর মধ্য দিয়ে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল রিচার্ডের হাতে ধরা পড়লেও তাদের হত্যা করা হত কিনা সে বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারন ঐ সময়ে প্রায়ই দেখা যেত ক্রুসেডাররা ধৃত বন্দিদের বিভিন্ন শারিরিক পরিশ্রমের কাজে বা বন্দী বিনিময়ের কাজে ব্যবহার করত।

ইবন শাদ্দাদ, একজন শাফিই(মাজহাবের)বিচারক, তার রচিত আল নাওয়াদের আল সুলতানিয়ায়ও এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনার উল্লেখ করে তিনি এই কথাগুলো বলেনঃ

"লোকেরা এ ঘটনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। যখন সুলতানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল তিনি জাহাজটি ডুবিয়ে দেওয়াকে আল্লাহর পথে আত্মত্যাগ হিসেবেই গ্রহণ করলেন; তিনি আল্লাহ প্রদত্ত এ পরীক্ষায় ধৈর্যধারন করলেন; বস্তুত আল্লাহ রব্বুল আলামিন সালেহিনদের প্রচেষ্টা নষ্ট করেননা "

এই পরিশিষ্ট কথাগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারি ইবনে শাদ্দাদ মুসলিম বাহিনির সেনাপতি ইয়াকুব সম্পর্কে কিরুপ ধারনা পোষণ করতেন। তিনি তার (ইয়াকুব) সম্পর্কে বলেন,"তিনি ছিলেন একজন উত্তম চরিত্রের, সাহসী এবং সমরকুশলে পারদর্শি লোক"। তিনি আরও বলেন "আল্লাহ রব্বুল আলামিন ভাল কাজের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করেন না", যেসব আ'লিম আত্মঘাতী হামলাকে বৈধ বলেন, তারা ঠিক এই কথাটিই বলেন। একজন মুসলিম শত্রুর হামলায় মারা যাক বা নিজ হাতে মারা যাক, নিয়ত যদি ভাল হয় এবং মৃত্যু যদি আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের জন্য হয় তবে তিনি শহীদ। এখানে নিয়ত-ই গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মহত্যা অন্যতম একটি কবিরা গুনাহ; কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, এত বৃহৎ পরিমান মুসলিম যোদ্ধা আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাবে আর ইবনে কাসিরের মতন একজন আ'লিম এই ঘটনার নেতিবাচক দিক নিয়ে কিছুই লিখবেন্ না? সাল্লাউদ্দিন আইউবি (রহঃ) এই ঘটনার মৃতদের আল্লাহর পথে শহীদ হিসেবেই গণ্য করেছেন। কেউ হয়তো বলতে পারে সালাউদ্দিন (রহঃ) তো আ'লিম ছিলেন না। সত্যিই তিনি হয়তো আ'লিম ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন সুলতান যিনি যুদ্ধের বাস্তবতা বুঝে সে অনুযায়ী কাজ করতেন। তার জীবনিকারদের মতে তিনি ঐ সময়ের বিখ্যাত আ'লিম কাজি আল ফাজিল কর্তৃক দারুনভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং যেকোনো কাজ তার সাথে পরামর্শ ব্যতিত করতেন না।

মুসলিম সেনাপতি ইয়াকুবের এই কাজটি (জাহাজ ভেঙ্গে দেয়া) বহু সৈন্যের জ্ঞাতসারেই হয়েছিল। বস্তুত, ইবন শাদ্দাদের বর্ণনায় এরুপ পাওয়া যায় যে অনেক সৈন্য মিলিতভাবে এই কাজ করেছিলেন। সালাউদ্দিন আইয়ুবি (রহ) মত একজন যোগ্য নেতার ৭০০ জন সৈন্য এ ধরনের কাজ করলেন আর কেউই এ ব্যাপারে নিষেধ করলেন না এটা কিভাবে হতে পারে? অন্তত ইবন শাদ্দাদ অথবা ইবনে কাসিরের আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের কাছে তাদের হয়ে ক্ষমা চাইতে পারতেন অথবা অনুরুপ কিছু হতে পারত। তার বদলে ইবন শাদ্দাদের মত একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সেই আমিরের (ইয়াকুব) প্রশংসাই করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে বলেছেন "আল্লাহ ভাল লোকদের কাজ নষ্ট করে দেন না"।

সালাউদ্দিন আইউবি (রহঃ) এবং ইবন শাদ্দাদের সমর্থন কিংবা ৭০০ জন মুসলিমের কাজ ইসলামের দালিলিক উৎস নয় কাজেই আমরা দাবি করতে পারব না যে এই ঘটনাই আত্মঘাতী হামলার বৈধতার প্রামান্য দলীল। এই ব্যাপারের দলিলের জন্যে কুরআন সুন্নাহ, সালাফরা যেভাবে ব্যাপারটিকে দেখতেন তা দেখতে হবে। ফিদায়ি হামলার দলীল সংক্রান্ত বিষয় গুলো আমি "মাশারি আল আশওয়াকে" পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছি। কিভাবে সালাউদ্দিন আইউবির সময়ের দিগ্বিজয়ী মুসলিমরা চিন্তা ভাবনা করতেন উপরের ঘটনাটি তার ছোট একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

এছাড়াও ইবন শাদ্দাদ, ইবনুল আছির, আল কাজী আল ফাজিল, আল ইমাদ আল কাত্তিবের মত বড় বড় আ'লিমদের লিখা পড়লে বুঝা যায় ঐ সময়ে সাহস, আত্মত্যাগ, আল্লাহর শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ আর আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভালবাসার সহজাত ঝোঁক বা উদ্দীপনা আলিমদের মাঝে বর্তমান ছিল। এসব আলিমরা তাদের ফতওয়া এবং বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উম্মাহর পাশে দাঁড়াতেন আর শত্রুর বিরুদ্ধেও তারা জিহাদি নেতাদের সাথেই থাকতেন। মুসলিম উম্মাহ ঐসব নেতাদের ভালবাসত কেননা তারা ছিলেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ; আর তারা ঐসব আলিমদেরও অত্যন্ত ভালবাসত কারন তারা হক কথা বলতে দ্বিধা করতেন না।

কিছু বিষয়ে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন আ'লিমগন কখনই সমসাময়িক মুসলিম যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করতেন না; এমন ফতওয়া দিতেন না যাতে ইসলামের শত্রুরাএই ফতওয়াকে তাদের কাজে (মুসলিম যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে) লাগাতে পারে। উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে পারে তুর্কি সেনাবাহিনির কথা, যারা মদপান ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও ইমাম আল গাজালি বলেছেন, এরাই ইসলামকে রক্ষা করে চলছে শত্রুদের কাছ থেকে, তিনি তুর্কি সেনাবাহিনির অনেক প্রশংসাও করেছেন। ইবন তাইমিয়ার কথায় তার সমসাময়িক মুসলিম সৈন্য বাহিনির (মামলুক) ভিতরে দুর্নীতি ছিল কিন্তু তারপরেও তিনি তাদের অনেক প্রশংসা করেছেন এমনকি তাদের "আত-ত্বয়িফাতুল মানসুরা"(হাদিসে বর্ণিত বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত ছোট দল) এই উপাধি পর্যন্ত দিয়েছেন!

একজন মুসলিম শুধু একটি আত্মঘাতী হামলা চালালে, সারা দুনিয়া যেখানে তোলপাড় হয়ে যায়; একেকটি অপ্রতিরোধ্য হামলায় উম্মাহর বিজয় যখন একটু একটু করে এগিয়ে আসে, ভাবুনতো, কি হত যদি একসাথে সাতশত মুসলিম একই দিনে ক্রুসেডারদের উপর আত্মঘাতী হামলা চালাত? প্রিয় পাঠক, আত্মঘাতী হামলার বৈধতা নিয়ে আপনারা একমত হন বা না-ই হন, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে আমাদের এই মতবিরোধকে পিছনে ফেলে চলুন আমরা যে যেভাবে পারি যুদ্ধরত মুজাহিদিন ভাইদের সাহায্য করি, অন্তত তাদের সমর্থন করি। বিপদের সম্মুখে আমাদের মতবিরোধ যেন আমাদের ঐক্যের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।